ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 110 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৬৬ ● কলকাতা ● ১২ আশ্বিন, ১৪৩২ ● সোমবার ● ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 73

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যখন পুরুষ নিজের পত্নীর পতি হয়, কিন্তু বাপ হয় না। সে নিজের শিশু থেকে নির্লিপ্ত থাকে। যে পর্যন্ত স্ত্রী শক্তিকে সমাজে সমান অধিকার না দেওয়া হবে, ততক্ষণ সমাজে কোন আধ্যাত্মিক ক্রান্তি সম্ভব নয়। কারণ তখন পর্যন্ত সমাজ পঙ্গু থাকবে। পঙ্গু সমাজ কখনও দৌড়াতে পারে না।

'স্ত্রীশক্তি'র সম্মান করে আমরা স্ত্রী জাতির কোন উপকার করছি না। আমরা 'স্ত্রীশক্তি'-কে মজবুত করে মানবসমাজকে সন্তুলিত করছি। আর যে কোন সমাজের প্রগতির জন্য সন্তুলন দরকার। 'স্ত্রীশক্তি'-কে সম্মানের জন্য পুরুষকে নিজের 'আমি'র অহংকারের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ক্রমশঃ

দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ মহম্মদ আলি পার্কের পুজো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পঞ্চমীর রাতে, পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে, মণ্ডপ বন্ধ করে দিলেন, মহম্মদ আলি পার্কের পুজো উদ্যোক্তারা। তাঁদের অভিযোগ, অন্য বছরে দর্শনার্থীরা যে রুট ধরে তাঁদের পুজো মণ্ডপে আসেন, এবার সেই রুট ঘুরিয়ে দিয়েছে পুলিশ। ফলে মহম্মদ আলি পার্কের মণ্ডপে সেভাবে লোক হচ্ছে না। তারা চলে যাচ্ছে অন্য পুজো মণ্ডপে।বিজেপি নেতার কথায়, 'সরকার যে চক্রান্ত করেছে, ৪০ ফুটের রাস্তাকে গার্ডরেল দিয়ে বন্ধ করে, ১৫ ফুটের রাস্তা দিয়ে মানুষকে গরু, গাধার মতো, যেখানে ৭০০ মিটার হাঁটলে মাঠে পৌঁছে যাওয়া যায়, সেখানে ৩ থেকে সাড়ে ৩ কিলোমিটার বিভিন্ন রাস্তা ঘুরিয়ে ১৫ ফুট ব্যারিকেডের মধ্যে দিয়ে মানুষকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ এতটা প্রতিহিংসাপরায়ণ

এরপর 3 পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ০৫ই অক্টোবর, ২০২৫ ''দুর্গাপুজা'' উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে। তাই ০১লা অক্টোবর, ২০২৫ থেকে ০৬ই অক্টোবর, ২০২৫ আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশনা হবে না। আগামী ৭ই অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

কলকাতায় ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে সমস্যায় পড়লে আর চিন্তা নয়, জেনে নিন সব হেল্পলাইন নম্বরগুলি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা: আলোর মালায় সেজে উঠেছে কলকাতা। ষষ্ঠী থেকে পুজো শুরু হলেও কলকাতার অলিতে মহালয়ার পর থেকেই উপচে পড়ছে ভিড়। শহর থেকে জেলার মানুষ ভিড় জমিয়েছেন কলকাতায় পুজো দেখার জন্য। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবকে ঘিরে কলকাতাকে মুড়িয়ে ফেলা হয়েছে নিরাপত্তার চাদরে। প্রশাসন ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পাঁচ দিনের জন্য ট্রাফিক এবং নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক নির্দেশিকা জারি করেছে।সাধারণ মানুষের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেই কারণে পুজোয় অনেক রাত পর্যন্ত বাস চলার কথা জানিয়েছে প্রশাসন। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ জানিয়েছে, শহর ও শহরতলিতে ১০,০০০-এর বেশি পুলিশ মোতায়েন থাকবে। সর্বদা ২৫টি ট্রাফিক গার্ড, ৫০০ পুলিশ পিকেট এবং ২৯টি হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড (HRFS) সক্রিয় থাকবে। নারীদের নিরাপত্তায় মহিলা উইনার্স দল বড় প্যান্ডেলগুলোতে থাকবে।মানুষের সুবিধার্থে চালু করা হয়েছে হেল্পলাইন নম্বর।

কলকাতাকে এখন চেনা দায়। উপচে পড়ছে ভিড়। এই ভিড়ে মানুষের হতে পারে নানা সমস্যা। সেই সবদিকে নজর রাখছে প্রশাসন। ভিড়ের চাপে কেউ অসুস্থ হলে, হারিয়ে গেলে বা অন্য কোনও প্রয়োজন হলে যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেই কারণেই চালু রয়েছে হেল্পলাইন নম্বর। রাস্তায় বের হয়ে যদি কোনও সমস্যায় পড়েন তাহলে কি করবেন এই নিয়ে একেবারেই চিন্তা করবেন না। জেনে নিন কোনও সমস্যায় পড়লে কোথায় কীভাবে সাহায্য চাইবেন...

হেল্পলাইন নম্বর

জরুরি হেল্পলাইন: ১০০

লালবাজার কন্ট্রোল রুম: ২২১৪৩২৩০

ট্রাফিক পুলিশ: ৯৮৩০০১০০০০

শিশু হেল্পলাইন: ১০৯৮

অগ্নিনির্বাপণ: ১০১

অ্যাম্বুলেন্স: ১০২

সিইএসসি: ৯৮৩১০৭৯৬৬৬ / ১৯১২

দিকে দিকে লোকমাতা রানী রাসমণির জন্মদিন উদযাপন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মহা সমারোহে লোকমাতা রানী রাসমণির ২৩৩-তম জন্মদিন উদযাপন করা হয়। রাসমণির পৈত্রিক নিবাস হালিশহর এবং তৎসন্নিহিত চর নন্দনবাটী রাসমণি ঘাটের

জগন্মাতা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সঙ্ঘ আশ্রমে বিশেষ পূজারতি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বঙ্গীয় হেলে/ হেলিয়া/চাষী কৈবর্ত/ দাস কৈবর্ত সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই আশ্রম সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে। সকাল থেকে জগন্মাতা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সঙ্ঘ আশ্রমে রানীমা-র পূজারতির ব্যবস্থা করেন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী কালীকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ।

এরপর ৩ পাতায়

জনরোষের শিকার হতে পারে বিজয়ের পরিবারও! নিরাপত্তা বাড়ল চেন্নাইয়ের বাড়িতে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তাঁকে দেখতে এসে, তাঁর কথা শুনতে এসেই আর ফেরা হল না। উৎসবের দিনে মর্মান্তিক ঘটনা। দক্ষিণী অভিনেতা বিজয়ের জনসভায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৩৮ জনের। আহত আরও অনেকে। এই ঘটনায় শোকাতুর অভিনেতা তথা টিভিকে-র সভাপতি বিজয়। তাঁর হৃদয় দুঃখ-কষ্টে ভেঙে গিয়েছে, ভীষণ যন্ত্রণায় রয়েছেন বলেই জানিয়েছেন।ডিএমকে-র মুখপাত্র সর্বানন আন্নাদুরাই বলেছেন, "এটা অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের ষড়যন্ত্র। বিজয় স্পষ্টভাবে জানিয়েছিল যে একটা নির্দিষ্ট সময়েই অনুষ্ঠান শুরু হবে, কিন্তু তা হয়নি। এত জনতা প্রায় ৬ ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছিলেন। ভিড় জমানোর জন্যই এটা করা হয়েছিল। এটা উদ্যোক্তাদের নোংরা পরিকল্পনা। যারাই এর জন্য দায়ী, তাদের গ্রেফতার করতে হবে। মিস্টার বিজয়ও অপরাধী, তিনি নিজেকে নির্দোষ বলতে পারেন না।" তামিলনাড়ু সরকারের তরফে মৃতদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করা হয়েছে।বিজয়ের জনসভায় কমপক্ষে ৩০ হাজার মানুষের সমাগম হয়েছিল। সকলেই একবার দেখতে চেয়েছিলেন তাদের প্রিয় অভিনেতাকে। শনিবার, তামিলনাড়ুর কারুরে বিজয়ের বাস প্রবেশ করার পরই পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। থামিয়ে দেওয়া হয় সভা।

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ মহম্মদ আলি পার্কের পুজো

যে, সিভিক ভলান্টিয়ার তারা প্রতি বছর নেয়, স্থানীয় অঞ্চলে যত সিভিক ভলান্টিয়ার ছিল, সমস্ত সিভিক ভলান্টিয়ারদের তারা আজকে বসিয়ে দিয়েছে।'এই অভিযোগ তুলে শনিবার রাতে গোটা মণ্ডপে আলো নিভিয়ে দেন উদ্যোক্তারা। দর্শনার্থীদের জন্য পুজো মণ্ডপ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এনিয়ে ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।

এরপরই কলকাতা পুলিশের তরফে প্রতিক্রিয়া জানান হয়েছে। 'দর্শনার্থীদের জন্য কোনও রাস্তা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়নি। আমরা তো কলেজ স্কোয়ার-এমজি রোড পর্যন্ত আসতে দিচ্ছি। এরপরে কেউ সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ হয়ে মহম্মদ আলি পার্ক যেতেই পারে। পুলিশ জোর করে কাউকে কোথাও যেতে বলতে পারে না', মহম্মদ আলি পার্কের পুজো নিয়ে বিতর্কে দাবি পুলিশ কমিশনারের।

অন্যদিকে, শনিবার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজো ঘিরে বেনজির সংঘাত বাধল। পুজো বন্ধে পুলিশি চক্রান্তের অভিযোগ তুললেন, বিজেপি নেতা ও পুজোর উদ্যোক্তা সজল ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, পুজোর যে থিম, অপারেশন সিঁদুর, তা নিয়ে শো চালাতে বাধা দিচ্ছে পুলিশ। যদিও এই অভিযোগ মানতে চাননি কলকাতার পুলিশ কমিশনার। তাঁর বক্তব্য, মানুষের নিরাপত্তার জন্য যা যা করণীয়, পুলিশ তাই করছে।

শুক্রবার চতুর্থীতে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোর উদ্বোধন করেছেন অমিত শাহ। আর শনিবারই একেবারে সাংবাদিক বৈঠক করে চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন এই পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা এবং বিজেপি কাউন্সিলর সজল ঘোষ। পুলিশের বিরুদ্ধে তুললেন অসহযোগিতা, হেনস্থার মতো গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ! দিলেন পুজো বন্ধ করে দেওয়ার মতো হুঁশিয়ারিও!

সজল ঘোষ বলেন, 'প্রতি বছর পুজোকে কেন্দ্র করে পুলিশি অসভ্যতামি, অসহযোগিতার কথা বলছি না, আমাদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই রকম চলতে থাকলে আমাদের পক্ষে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে আন্দোলন করা, পুলিশের সঙ্গে মারপিট করে, ঝগড়া করে, প্রতিনিয়ত প্যান্ডেল বন্ধ করে আবার চালিয়ে পুজো করা সম্ভব নয়।'

(২ পাতার পর)

জনরোষের শিকার হতে পারে বিজয়ের পরিবারও! নিরাপত্তা বাড়ল চেন্নাইয়ের বাড়িতে

কারুর ছেড়ে চলে যান বিজয়। কিছুক্ষণ পর তাঁকে চেন্নাই বিমানবন্দরে দেখা যায়, কিন্তু তখন তিনি কিছু বলতে চাননি। পরে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বিজয় লেখেন, "আমার হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টে রয়েছি আমি যা শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আমার ভাই-বোনেরা যারা কারুরে প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি।" গতকাল দুপুরেই কারুরে পৌঁছনোর কথা ছিল টিভিকে-র প্রধান বিজয়ের। কিন্তু তিনি প্রায় ৬ ঘণ্টা দেরিতে পৌঁছন। ততক্ষণে মাত্রাতিরিক্ত ভিড় হয়ে গিয়েছিল।

প্রচারের জন্য যে বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেই বাসও এগোতে পারছিল না। বাসের ছাদ থেকেই বক্তব্য রাখতে শুরু করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে, রাজ্যের শাসক দল ডিএমকে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের দিকই আঙুল তুলেছে।অভিযোগ, সমর্থকরা পুলিশের নির্দেশ অমান্য করেই বিজয়ের গাড়ি অনুসরণ করে মঞ্চের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন। এমনকি বিজয় যখন কথা বলছিলেন সেই সময় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়, কিন্তু তখনও টিভিকে প্রধান তাঁর বক্তৃতা জারি রেখেছিলেন। পাশাপাশি সভাস্থলে অ্যাম্বুলেন্সকেও প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছিল না বলে দাবি সরকারি সূত্রের।

দুর্ঘটনার পর আহতদের সঙ্গে দেখা না করেই প্রাইভেট বিমানে চেন্নাই ফিরে গেছেন বলেও বিজয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে।

যদিও টিভিকে-র পক্ষে এক আইনজীবী জোর দিয়ে বলেছেন, সবরকম পুলিশি নির্দেশ মেনেই সভা করেছে দল। তিনি বলেন, এই মর্মান্তিক ঘটনায় বিজয়ও মানসিকভাবে বিচলিত এবং তিনি তামিলনাড়ুর মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেন। সমাবেশের দৃশ্যাবলীতে দেখা গেছে বিজয় ভিড়ের মধ্যে থাকা মানুষদের হাতে জল দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

গতকাল রাতেই বিজয় এক পোস্টে লিখেছেন, 'আমার হৃদয় ভেঙে গেছে, আমি এমন কষ্টে আছি যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কারুরে প্রাণ হারানো আমার প্রিয় ভাই-বোনদের পরিবারের প্রতি আমি গভীর শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছি। যাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।'

দুর্ঘটনার খবর পেয়েই তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে নেতা এম কে স্ট্যালিন হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান এবং মৃতদের পরিবারদের সঙ্গে দেখা করেন। এই ঘটনাটিকে 'তামিলনাড়ুর ইতিহাসে সবথেকে ভয়াবহ দুর্ঘটনা' বলেও উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

(২ পাতার পর)

দিকে দিকে লোকমাতা রানী রাসমণির জন্মদিন উদযাপন

হালিশহর পৌর সভার সৌজন্যে বাগের মোড়ে রানী রাসমণির মূর্তিতে ফুল ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

দ্বিতীয় পর্বে লোকমাতা রানী রাসমণির প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মুখ্য বক্তা ছিলেন বঙ্গীয় হেলে/ হেলিয়া/ চাষী কৈবর্ত সমাজের রাজ্য সম্পাদক সিদ্ধানন্দ পুরকাইত। তিনি বলেন যে, রানী রাসমণি তথাকথিত শূদ্র বংশজা হলেও ধর্ম চর্চা ও আধ্যাত্মিকতার এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও স্বদেশ প্রেম এবং প্রজা পালনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতুলনীয়া। তিনি আরো বলেন যে, সারা দেশে মাহিষ্য/চাষী কৈবর্ত অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত হলেও পশ্চিম বঙ্গ সরকার দীর্ঘ দিন ধরে এই সমাজকে অবহেলা করে চলেছে। কৈবর্ত শিরোমণি রানী রাসমণিকে সামনে রেখে ন্যায্য প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সমাজকর্মী শান্তি রঞ্জন সামন্ত, আইনজীবী দেবব্রত মণ্ডল, আইনজীবী অনিকেত জোয়ারদার, ডায়মণ্ড হারবার চাষী কৈবর্ত সমাজের সভাপতি নীহার রঞ্জন মণ্ডল, ডাঃ গোপাল সামন্ত, ভৈরব মণ্ডল, তাপস কুমার আদক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি।

এদিন ডায়মণ্ড হারবার ত্রিকোণ পার্কে রানী রাসমণির মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য, ডায়মণ্ড হারবার চাষী কৈবর্ত সমাজের অন্যতম সংগঠক বিশ্বনাথ হালদার, যুব প্রতিনিধি সৌরভ মণ্ডল সহ আরো অনেকে। এছাড়া অখণ্ড মেদিনীপুর জেলা চাষী কৈবর্ত সমাজের পক্ষ থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়ি সহ অন্যান্য স্থানে, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর, নদীয়া, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর প্রভৃতি জেলাতেও যথাযথ মর্যাদায় লোকমাতা রানী রাসমণির জন্মদিন উদযাপন করা হয়।

সম্পাদকীয়

নির্বাচন কমিশন বিহারে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক (সাধারণ, পুলিশ এবং ব্যয়) এবং কিছু রাজ্যে উপনির্বাচনে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক (সাধারণ, পুলিশ এবং ব্যয়) মোতায়েন করবে

১. ভারতের নির্বাচন কমিশন সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ এবং ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ২০বি ধারা অনুসারে প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার অধীনে একটি নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন পরিচালনা পর্যবেক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের মোতায়েন করে।

২. পর্যবেক্ষকরা তাঁদের নিয়োগের সময় থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কমিশনের তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ এবং শৃঙ্খলা মেনে কাজ করেন।

৩. পর্যবেক্ষকদের নির্বাচনের ন্যায্যতা, নিরপেক্ষতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং গম্ভীর দায়িত্ব দেওয়া হয়, যা শেষ পর্যন্ত আমাদের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ভিত্তি তৈরি করে। তাঁরা কমিশনের চোখ এবং কান হিসাবে কাজ করেন এবং পর্যায়ক্রমে এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে কমিশনকে প্রতিবেদন পাঠান।

৪. পর্যবেক্ষকরা কেবল অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন পরিচালনার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে কমিশনকে সহায়তা করেন না, বরং ভোটারদের সচেতনতা এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতেও অবদান রাখেন।

৫. পর্যবেক্ষকদের মূল লক্ষ্য হলো উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা এবং সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর সুপারিশ প্রণয়ন করা।

৬. প্রশাসনিক পরিষেবায় তাঁদের সিনিওরিটি এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, সাধারণ ও পুলিশ পর্যবেক্ষকরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনকে সহায়তা করেন। তাঁরা তৃণমূল স্তরে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার দক্ষ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনাও তদারকি করেন।

৭. নির্বাচনী ব্যয় প্রার্থীদের নিয়মমাফিক যথাযথ ব্যয় পর্যবেক্ষণের জন্যও পর্যবেক্ষকদের নিয়োগ করা হয়।

৮. ভারতের নির্বাচন কমিশন ৪৭০ জন অফিসারকে (৩২০জন আইএএস, ৬০ জন আইপিএস থেকে এবং ৯০ জন আইআরএস /আইআরএএস/আইসিএএস ইত্যাদি থেকে) কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক (সাধারণ, পুলিশ এবং ব্যয়) হিসাবে বিহারের বিধানসভার আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের জন্য এবং জম্মু ও কাশ্মীরের উপনির্বাচনের জন্য মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর(এসি – বাডগাম ও নাগরোটা), রাজস্থান(এসি- আন্তা), ঝাড়খণ্ড(এসি-ঘাটসিলা), তেলেঙ্গানা(এসি – জুবিলি হিলস), পাঞ্জাব(এসি - তর্নতরণ), মিজোরাম(এসি – ডাম্পা) এবং ওড়িশা (এসি – নুয়াপাড়া)।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ছেচল্লিশতম পর্ব)

জনপ্রবাদ এই কুন্ড পারেই নাকি সতীর প্রস্থরবৎ পায়ের আঙুল পাওয়া যায়। মন্দিরে মধ্যে একটি সিন্দুকে সতীর প্রস্তরীভূত অঙ্গটি রক্ষিত আছে; এটি কারোর সামনে বের করা হয় না।

এরই মধ্যে কলকাতায় পর্তুগিজদের পর্তুগিজ চার্চ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়ে গেছে। সে সময়ে কলকাতা শহরে কোন মসজিদ দেখা যায় না। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ভোসরি শাহ মসজিদ বলে উত্তর কলকাতার কাশীপুর লকগেটের কাছে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে নির্মিত কালীঘাট মন্দির একটি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

স্মৃতিমেদুর 'দবাং' কমিশনার মনোজ ভর্মা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পুজো উদ্বোধনে গিয়ে স্মৃতিমেদুর কলকাতার নগরপাল মনোজ ভর্মা। কথায়-কথায় ফিরে গেলেন নিজের গ্রামে। বললেন তাঁর মায়ের কথা। রবিবার ভাঙড়ের কালিকাপুর সর্বজনীন ক্লাবের দুর্গাপুজো উদ্বোধনে গিয়েছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার ভর্মা। সিপির আগমন ঘিরে সেজে ওঠে গোটা এলাকা। সিপিকে সম্বর্ধনা জানিয়ে তাঁর হাতে পুষ্প স্তবক তুলে দেয় পুজো কমিটি।কিছুদিনের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে। বাকি তিনটে থানার জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানেও খুব শীঘ্রই নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে যাবে।' থানার পাশাপাশি ভাঙড়ে ব্যাটালিয়ন তৈরির জন্য জমি চিহ্নিতকরণের কাজ হয়ে গিয়েছে বলেই জানিয়েছেন সিপি।তুলে দেওয়া হয় একটি দুর্গা প্রতিমাও। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই 'দবাং' মনোজ ভর্মা হয়ে পড়েন স্মৃতিমেদুর। সিপির মুখে শোনা যায়, তাঁরই গ্রামের কথা, সেখানকার জীবনযাপন, মায়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। এক কথায়, পুজো উদ্বোধনের গিয়ে স্মৃতির মায়াজালে জড়িয়ে পড়েন তিনি। তুলে ধরেন ব্যক্তিগত জীবনের একটা লহমা মাত্র। এদিন তিনি বলেন, 'সবাইকে দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা জানাই।

আজ এই গ্রামে একটি পুজো উদ্বোধনে এসেছিলাম। অনেকে মনে করেন, আমরা শহরের মানুষ। আমাদের আধুনিক জীবনযাপন। কিন্তু আমি বলে রাখি, আমার

এরপর ৫ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

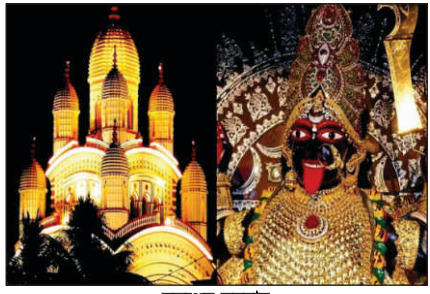

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শুনতে অবাক লাগলেও, পাণ্ডু রাজার ঢিবির পক্ষীমাতৃকা থেকে মা কালীর উত্থানের একটি একটানা ইতিহাস আছে, এই প্রসঙ্গে "মা কালীর উত্থান" শীর্ষক আমার প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য (এবছর সপ্তডিঙা ঝুলন সংখ্যায় প্রকাশিত)।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পুজোর উদ্বোধন হল রিক্সা-চালকের হাতে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সাম্যের বার্তা দেয় ভারতের সংবিধান। সংবিধানে উঁচুনিচু ভেদাভেদ না থাকলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন কতটা? নাগরিক মহল থেকে রাজনৈতিক মহল, বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে প্রশ্ন। এবার যেন চেনা সেই ছকই ভেঙে দিল জলপাইগুড়ি বিল পাড়া রটন্তী ক্লাব ও পাঠাগার। পুজোর উদ্বোধনে যখন দিকে দিকে বসছে চাঁদের হাট, নামজাদা সব তারকাদের দেখতে যেখানে নামছে মানুষের ঢল সেখানে এক রিক্সা চালকের হাতে উদ্বোধন হল তাঁদের পুজোর।পাড়ার সকলকে নিয়ে এই কাজ করতে পেরে আমরা গর্বিত।" বিশিষ্ট আইনজীবী তথা বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য সৌজিত সিংহ বলেন, "যাঁদের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ থাকে তাঁদের অনেককে দিয়েই ক্লাবগুলি পুজোর উদ্বোধন করায়। এটাই এখন দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেই ছক ভেঙে খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষ একজন রিক্সা চালককে দিয়ে বিল পাড়া রটন্তী ক্লাব যেভাবে তাদের পুজো উদ্বোধন করলো তা দেখে আমি অভিভূত।" তৃণমূল নেতা তথা জলপাইগুড়ি অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজেশ মণ্ডল বলেন, "সত্যি এক ব্যতিক্রমী পুজো উদ্বোধন দেখার সৌভাগ্য হল। আমি নিজেও সেখানে ছিলাম। ক্লাবের এই উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানাই।"ব্যতিক্রমী এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানাল রাজনৈতিক দলের নেতা থেকে শুরু করে শহরের বিশিষ্টজনেরা। এই ক্লাবের পুজো এবার পা দিয়েছে ২৬তম বর্ষে। সেই পুজোরই উদ্বোধন করলেন বুলন কামতি নামে ৮০ বছরের এক ভ্যান রিক্সা চালক। জ্বাললেন প্রদীপ।

পাশাপাশি মঞ্চের মধ্যমণি করে তাঁকে সংবর্ধনাও দেওয়া হয়। এই বিরল সম্মান পেয়ে কার্যত বাকরুদ্ধ ওই রিক্সা চালক।কী বলছেন ক্লাবের মাথারা?ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নব্যেন্দু মৌলিক বলেন, "আমাদের সংবিধানে উঁচুনিচু ভেদাভেদ নেই। কিন্তু তবুও খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষ আজও অবহেলিত। তাই সংবিধানকে সম্মান জানাতে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

(৪ পাতার পর)

স্মৃতিমেদুর 'দবাং' কমিশনার মনোজ ভর্মা

শিকড় সেটা এখনও গ্রামের সঙ্গেই যুক্ত।

আমার মা এখনও গ্রামেই থাকেন।' বলে রাখা প্রয়োজন, জওয়ান-পুত্র মনোজ কুমার ভর্মা একেবারে রাজস্থানের প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ। এদিন পুজো উদ্বোধন করতে এসেও সেই প্রসঙ্গটাই তুলে ধরেন তিনি। নগরপাল বলেন, 'এখানে এসে নিজের গ্রামের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তাও এখানে পাকা বাড়ি, আলো, বিদ্যুৎ, জল সবই রয়েছে।

রাজস্থানের যে গ্রামে আমাদের বাড়ি সেটা মূল রাস্তা থেকে ৮ কিলোমিটার ভিতরে। সেখানে না ছিল জল, না ছিল বিদ্যুৎ। তেষ্টা মেটাতে একমাত্র ভরসা নদী। ওই গ্রামে আমার মা এখনও রয়েছেন।

নিজের মতোই চাষবাস করেন।' গতবছরই ভাঙড়ের চারটি থানাকে কলকাতা পুলিশের অন্তর্গত করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন কলকাতা পুলিশের কমিশনার নিযুক্ত ছিলেন বিনীত গোয়েল। তবে কলকাতা পুলিশের আওতায় এলেও, এখনও ওই এলাকায় তিনটি থানা তৈরির কাজ বাকি রয়েছে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতেই সেই প্রশ্নই ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল মনোজ ভর্মাকে। তিনি বলেন, 'একটা থানা প্রায় তৈরি হয়ে গিয়েছে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

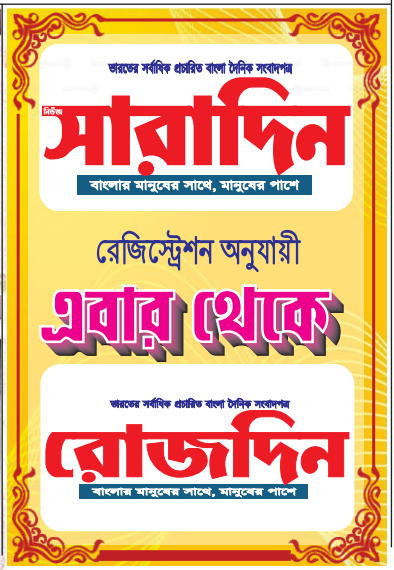

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

মেয়েদের ঘর সংসার এর সঙ্গে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে দেবী দুর্গার ইতিকথা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

পরামর্শে রাজা সুরথ নদীর তীরে কঠিন তপস্যা করেন । পরে মহামায়ার উদ্দেশ্যে বসন্তকালে, চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে দুর্গাপূজা করেছিলেন। এই দুর্গাপূজাই বাসন্তীপূজা নামে পরিচিত। বাসন্তীপূজা এখন হাতে গোনা কতকগুলো বনেদি পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।তবে আজকে আমাদের সংসার জীবনে আবদ্ধ পূজা কে যেন অকাল বোধন পূজা হিসাবে মেনে নিয়েছি।মেয়েদের দুটো বাড়ি থাকে একটি শ্বশুরবাড়ি আরেকটি বাপের বাড়ি, দুর্গাদেবীর তেমনি ইতিহাস বহন করে চলেছে প্রাচীনকাল হইতে।আমরা যেমন ঘর-সংসার, স্বামীসন্তান, আত্মীয় পরিজন ছাড়া কোনও কিছু চিন্তা করতে পারি না, আমরা দুর্গার ক্ষেত্রেও তাই দেখতে চেয়েছি। লৌকিক দুর্গা আমাদের মাঝে দেখা দেন সপরিবারে। বাঙালির আপন মনের মাধুরী মেশানো দুর্গা তার সন্তান কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে নিয়ে কৈলাশ থেকে হিমালয়ের ঘরে বাপের বাড়ি আসেন। বাঙালির ঘরে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আসার মতো আনন্দ। যেমন– পরিবারে সবাই আপন, সেরকম জগজ্জননীর বিশ্বসংসারে আমরা শিক্ষিত, অশিক্ষিত, খেটে খাওয়া মানুষ, ব্যবসায়ী বৈশ্য, শাসনকর্তা- সবাই বিশ্বজননীর সন্তান– সরস্বতী, কার্তিক, লক্ষ্মী ও গণেশের মতো সবাই আপন। সন্তানদের কল্যাণের জন্য মা দুর্গা সর্বদাই উদগ্রীব। তাই ১০ দিক থেকে সন্তানদের রক্ষা করার জন্য তিনি ১০ হাতে ১০ অস্ত্র ধরেছেন।বর্তমান ও অতীতের মধ্যে কেমন যেন একটা সামাঞ্জস্য মেলবন্ধন রয়েছে দেবী দুর্গার ইতিকথা তে। বর্তমান বারোয়ারি বা সার্বজনীন দুর্গাপূজার যে রূপ আজকের দিনে আমরা দেখতে পাই, তা নির্মিত হয়েছে পরিবর্তনের স্রোতধারায়। বাংলায় দুর্গার ধর্মীয় উত্থান প্রভাবিত হয়েছে সমসাময়িক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্বারা। পরিবর্তনের একটি বড় প্রমাণ পাওয়া যায় মূর্তির রূপান্তরে। পৃষ্ঠপোষকদের মনস্তাত্ত্বিক গঠনও এ ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। অষ্টাদশ শতকের জমিদার, নায়েব ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে এই পরিবর্তনের রাজনীতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দুর্গাপূজাকে আশ্রয় করে প্রচারিত হয়েছে তৎকালীন অভিজাত হিন্দু শ্রেণির আভিজাত্য। লৌকিক দেবদেবীকে ছাপিয়ে দুর্গাপূজা হয়ে উঠেছিল উচ্চ শ্রেণির আরাধনা। শাসকশ্রেণির সঙ্গে উচ্চ শ্রেণির স্বার্থসংশ্লিষ্টতাই ছিল এর প্রভাবক। তবে বর্তমানের সার্বজনীনতা একদিকে যেমন দুর্গোৎসবকে ব্রাহ্মণ্যবাদের কাঠিন্য থেকে মুক্ত করেছে, তেমনি বর্ণ-নির্বিশেষে সামাজিক সম্প্রীতি স্থাপনে হয়েছে সহায়ক।সেই কারনে বাংলা সাহিত্যেও দুর্গাপূজা উঠে এসেছে বিভিন্ন রচনায়। দেবী দুর্গা সেখানে কখনো মাতৃরূপে, কখনো শক্তি রূপে, আবার কখনো-বা এটিকে দেখা হয়েছে কেবল অনুষ্ঠানিকতা হিসেবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বর্তমানযুগে একদল অতিপন্ডিতের আবির্ভাব হয়েছে, যারা বেদকে ঢাল বানিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও নিজমত প্রতিষ্ঠা করতে সকল প্রকার ছলচাতুরির আশ্রয় নিচ্ছেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বর্তমান হিন্দুসমাজে বেদ তো দূরের ব্যাপার, গীতা, ভাগবতাদি গ্রন্থও অধিকাংশ লোক জানার চেষ্টা করে না; ফলে তাদের খুব সহজেই বিভ্রান্ত করে নিজ মতে দীক্ষিত করা খুব সহজ। এই শ্রেণির লোকেরা বেদকে কেন্দ্র করে নানারকম অপপ্রচার, অর্ধসত্য, অর্ধশ্লোক ও বিকৃত অর্থ করার মাধ্যমে বেদে মূর্তিপূজা নিষেধ, ঈশ্বর সাকার নন বা দুর্গা দেবীর অস্তিত্ব বেদে নেই, এমন কিছু উদ্ভট সিদ্ধান্ত প্রচার করে থাকেন।এখন আমরা দেখবো বেদে কি আসলেই দুর্গা নেই এবং দুর্গাপূজার মতো মহাপূজা হঠাৎ করেই মাঠি ফুঁড়ে বের হয়েছে। কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে- অর্থাৎ, অগ্নিবর্ণা তপ প্রদীপ্তা সূর্য (বা অগ্নিস্বরূপিণী) যিনি কর্মফলের প্রার্থিত হন, সেই দুর্গাদেবীর আমি শরণাপন্ন হই, হে সুন্দররূপে, ত্রাণকারিণী, তোমাকে নমস্কার। ঋগবেদে দেবীসুক্ত যা দুর্গাপূজায় চন্ডীপাঠের পূর্বে পাঠ করা বিধি আছে, সেখানে দেবীকে পরমা প্রকৃতি, নির্বিকারা ও জগতের ধাত্রীরূপে বর্ণিত আছে। অন্যদিকে সমস্ত দেবতার তেজ হতে দেবীদুর্গার আবির্ভাবের পর দেবী দুর্গা দেবতাদের ঋকমন্ত্রে নিজের পরিচয় দিলেন বলে দেবী পুরাণে উল্লেখিত আছে; আর সেই ঋকমন্তই হলো ঋগবেদের দেবীসুক্ত। এছাড়া বেদের রাত্রিসুক্তে কালী, শ্রীসুক্তে লক্ষ্মী এবং বাণীসুক্তে সরস্বতীর বন্দনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, বেদ দেবতাদের মহিমাতে রূপ ও পূজাপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। আর বেদকে স্বীকার করলে পুরাণকেও স্বীকার করতে হবে। কারণ, বেদ এবং বেদান্ত নিজেই পুরাণকে স্বীকার করেছে।এদিকে ছান্দোগ্য উপনিষদ বলছে-'ইতিহাস ও পুরাণসমূহ হলো পঞ্চম বেদ। আবার, অথর্ববেদ বলছে 'ইতহাসস্য চ বৈ পুরাণস্য চ....চ'। যেহেতু বেদ পুরাণকে শাস্ত্র বলে স্বীকার করেছে, তাই পুরাণ মতেই দেবী দুর্গার রূপ ও পূজাপদ্ধতি প্রণীত হয়েছে। যাহোক, আবারো আমরা বৈদিক ধারায় ফিরে আসি। শুক্ল যর্জুবেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকাদেবীর সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে ভদ্রকালীর, কেন উপনিষদে দেবী উমার কথা পাই যারা দেবী দুর্গারই অপর নাম।যাজ্ঞিকা উপনিষদে দুর্গার গায়ত্রী আছে- 'কাত্যায়নার বিমতে কন্যাকুমারীং ধীমহি তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ।' এখানে দুর্গা সম্বোধনপদে দুর্গি হয়েছে। এতে কাত্যায়নী বা কন্যাকুমারী দুর্গার

ক্রমশঃ

সিনেমার খবর

শৈশবের 'আলিয়া'কে জড়িয়ে ধরলেন বর্তমানের আলিয়া!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির নতুন ট্রেন্ডে যোগ দিলেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। গুগলের জেমিনি প্ল্যাটফর্মের নতুন এআই টুল 'ন্যানো বানানা' ব্যবহার করে তৈরি একটি বিশেষ ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে উঠেছে। সেখানে দেখা যায় বর্তমানের আলিয়া তার ছোটবেলার আলিয়াকে আলিঙ্গন করছেন।

এনডিটিভি জানায়, এই ট্রেন্ডে অংশ নেওয়া প্রথম বলিউড তারকা হলেন আলিয়া ভাট। ফ্যান পেজে প্রথম শেয়ার হওয়া এই ছবির ক্যাপশনে লেখা ছিল, 'আমার ছোটবেলার আলিয়া এখনকার আমিকে নিয়ে ভীষণ গর্বিত হতো।' ছবি প্রকাশের পর তা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভক্তদের মধ্যে আবেগঘন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

আলিয়া নিজেও ছবিটি পুনরায় ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করেন। তিনি লেখেন, 'কখনো কখনো আমাদের শুধু আমাদের আট বছরের ভেতরকার শিশুটিকে জড়িয়ে ধরা দরকার। ধন্যবাদ এই ছবিটির জন্য।' পোস্টের ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্যবহার করা হয়েছে টেলর সুইফটের জনপ্রিয় গান 'The Way I Loved You'।

'ন্যানো বানানা' হলো গুগল জেমিনি প্ল্যাটফর্মের নতুন এক এআই ইমেজ জেনারেশন টুল। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা সহজেই তাদের শৈশব এবং বর্তমানের ছবি একত্রিত করে একটি গল্প বলার মতো মুহূর্ত তৈরি করতে পারেন। এটি এখন সোশ্যাল মিডিয়ার নতুন ভাইরাল ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে।

বর্তমানে আলিয়া ভাট তার আসন্ন সিনেমা 'আলফা' নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। চলতি বছরের ২৫ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে সিনেমাটি। এছাড়া তিনি রয়েছেন সঞ্জয় লীলা বনশালির পরিচালিত বহুল প্রতীক্ষিত চলচ্চিত্র 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'-এ, সেখানে তার সঙ্গে থাকবেন ভিকি কৌশল ও রণবীর কাপুর। এই ছবিটি মুক্তি পাবে ২০২৬ সালে।

আমার পোশাক ও সম্পর্ক নিয়ে মানুষের মাথাব্যথা একটু বেশি: মালাইকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী মালাইকা আরোরা সবসময় যেন আলোচনায়। স্বামী আরবাজ খানের সঙ্গে দুই দশকের সংসার ভাঙনের পর অভিনেতা অর্জুন কাপুরের সঙ্গে ছয় বছরের প্রেমে ভাঙন- ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তাই সমালোচনার মুখোমুখি তিনি। সিনেমা বা ওয়েব সিরিজে দেখা না গেলেও মালাইকার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ভক্তদের কৌতূহলের শেষ নেই! বিচ্ছেদ, প্রেম থেকে শুরু করে পোশাক- সব নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে আলোচনার থাকেন তিনি।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এসব প্রসঙ্গে কথা বলেন মালাইকা। তিনি বলেন, "আমার কী করা উচিত, কী উচিত নয় তা নিয়ে মানুষ উপদেশ দেয়! আমার কর্মজীবন, পোশাক কিংবা সম্পর্ক- সবকিছু বিচার করে। তবে যেদিন থেকে ব্যাখ্যা দেওয়া বন্ধ করেছি, সেদিন থেকে নিজেকে হালকা মনে হয়। সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো, নিজের জন্য আমি যেটা সিদ্ধান্ত নিই সেটাই আমার জন্য ভালো।"

তিনি আরও বলেন, "আমার নামের সঙ্গে 'খুব সাহসী', 'খুব স্পষ্টভাষী', 'অতিরিক্ত'- এমন তকমা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন আমি এসবকে শক্তি হিসেবে দেখি।"

আরবাজের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙা থেকে শুরু করে ১২ বছরের ছোট অর্জুন কাপুরের সঙ্গে প্রেম- সব ক্ষেত্রে সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন মালাইকা।

তার কথায়, "ফ্যাশন হোক বা ফিটনেস, আমি কখনো ছকবাঁধা পথে হাঁটি না। আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজের মতো চলতে পারলেই আসল জীবন উপভোগ করা যায়।"

জেমস বন্ডের রূপে ধরা দেবেন রণবীর!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

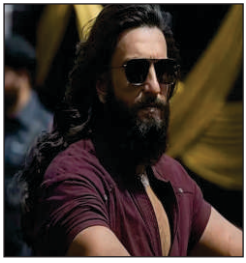

বলিউড অভিনেতা রণবীর সিং ভিন্ন ধরনের অভিনয় দিয়ে দর্শককে মুগ্ধ করেন প্রতিটি সিনেমায়। বর্তমানে তার আসন্ন সিনেমা 'ধুরন্ধর' নিয়ে ব্যস্ত আছেন তিনি। এদিকে, বলিউডের 'ডন' ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ে ভক্তদের উন্মাদনার শেষ নেই। কবে থেকে শুরু হবে ছবিটির শুটিং, তা নিয়ে ভক্তদের অপেক্ষার যেন অন্ত নেই।

শোনা যাচ্ছে, আগামী ১৫ অক্টোবর 'ধুরন্ধর'-এর শুটিং শেষ করবেন রণবীর সিং। এর পর আগামী জানুয়ারি থেকেই ফারহান আখতারের ছবির শুটিং শুরু করবেন। তার আগে 'ধুরন্ধর'-এর শুটিং শেষ করেই 'ডন থ্রি'-এর জন্যও প্রস্তুতি নিতে শুরু করবেন রণবীর। এখানেই শেষ নয়, শোনা যাচ্ছে এবার নাকি 'ডন থ্রি'-তে একেবারে অন্যরকমভাবে রণবীরকে পাবেন দর্শক। জেমস বন্ডের আদলে এই ছবিতে দেখা দেবেন রণবীর। ছবিতে তার সঙ্গে দেখা যাবে কৃতি শ্যাননকেও।

উল্লেখ্য, 'ধুরন্ধর' ছবিতে রণবীরের অংশের শুটিং শেষ হলেও বাকি অংশের শুটিং চলবে আরও বেশ কিছুদিন। এরপর ছবির পোস্ট প্রোডাকশন এবং ছবির বেশ কিছু কাজ শেষ করতে লাগবে আরও খানিকটা সময়। আগামী ৫ ডিসেম্বর বড় পর্দায় 'ধুরন্ধর' ছবির হাত ধরে আবারও অ্যাকশন লুকে ধরা দেবেন রণবীর সিং।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজে নেই স্যান্টনার, দায়িত্বে ব্রেসওয়েল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত মাসে অ্যাবডমিনাল অস্ত্রোপচারের পর সময়ের সঙ্গে লড়াই চলছিল মিচেল স্যান্টনারের। শেষ পর্যন্ত পেরে উঠলেন না তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলতে পারবেন না নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক। তার বদলে নেতৃত্ব দেবেন আরেক স্পিনিং অলরাউন্ডার মাইকেল ব্রেসওয়েল।

চোটের কারণে এমনিতেই সম্ভাব্য সেরা দলের বেশ কজনকে পাচ্ছে না নিউজিল্যান্ড। কুঁচকির চোটে অলরাউন্ডার গ্লেন ফিলিপস, পায়ের চোটের কারণে ওপেনার ফিন অ্যালেন ও পিঠের সমস্যায় পেসার উইল ও'রোকের না খেলা নিশ্চিত ছিল আগেই। দল ঘোষণায় জানা যায়, চোটের কারণে এই সিরিজে থাকছেন না দুই ফাস্ট বোলার অ্যাডাম মিল্ন ও লকি ফার্গুসনও। কেন্দ্রীয় চুক্তিতে না থাকা কেন উইলিয়ামসন এই সিরিজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন আগেই।

এত জনকে হারানোর মিছিলে কিউইদের জন্য খানিকটা স্বস্তির খবর, চোট কাটিয়ে ফিরেছেন দুই পেসার কাইল জেমিসন ও বেন সিয়ার্স। উইলিয়ামসনের মতোই কেন্দ্রীয় চুক্তি না করে 'ক্যাজুয়াল অ্যাগ্রিমেন্ট' করা টিম সাইফার্ট ও ডেভন কনওয়ে আছেন এই সিরিজে। ব্রেসওয়েলের জন্য অধিনায়কত্ব নতুন কিছু নয়। নিয়মিত অধিনায়কদের অনুপস্থিতিতে এখনও পর্যন্ত ৩ ওয়ানডে ও ১০ টি-টোয়েন্টিতে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন দেশকে। ৩৪ বছর বয়সী অলরাউন্ডারের ওপর ভরসা রাখছেন কোচ রব ওয়াল্টার।

কোচ রব ওয়াল্টার জানান, "অধিনায়ককে হারানো কখনোই ভালো কিছু নয়। তবে এসব ব্যাপার হয়েই থাকে। মাইকেল (ব্রেসওয়েল) এই দলতে আগেই নেতৃত্ব দিয়েছে এবং দারুণ করেছে। আমাদের তাই পুরোপুরি বিশ্বাস আছে দলকে সে কীভাবে নেতৃত্ব দেবে।" অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ছোট্ট সিরিজটি হবে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে আগামী ১, ৩ ও ৪ অক্টোবর।

নিউজিল্যান্ড স্কোয়াড: মাইকেল ব্রেসওয়েল (অধিনায়ক), মার্ক চ্যাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, জ্যাকব ডাফি, জ্যাকারি ফোকস, ম্যাট হেনরি, বেভন জ্যাকবস, কাইল জেমিসন, ড্যারিল মিচেল, রাচিন রাভিন্দ্রা, টিম রবিনসন, বেন সিয়ার্স, টিম সাইফার্ট, ইশ সোধি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইতিহাস গড়লেন রিয়ালের আর্জেন্টাইন তারকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে মাঠে নেমেই ইতিহাস গড়েছেন আর্জেন্টাইন তরুণ ফুটবলার ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো। মাত্র ১৮ বছর ৩৩ দিন বয়সে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়ালের শুরুর একাদশে জায়গা করে নিয়ে ক্লাবটির ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে এই কীর্তির গড়েছেন তিনি।

১৬ সেপ্টেম্বর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপপর্বে ফরাসি ক্লাব মার্শেইর বিপক্ষে মাঠে নামে রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচটি সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ২-১ গোলে জিতে নেয় স্প্যানিশ জায়ান্টরা। তবে জয় ছাপিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন তরুণ মাস্তানতুয়োনো।

এই ম্যাচে একাদশে নাম লেখানোর মাধ্যমে তিনি ভেঙে দেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড এড্রিকের রেকর্ড। গত মৌসুমে মাত্র ১৮ বছর ৭৩ দিন বয়সে রিয়ালের হয়ে শুরুর একাদশে খেলেছিলেন এড্রিক, তিনি সে সময় ক্লাব কিংবদন্তি রাউল গঞ্জালেজের পুরনো রেকর্ডটি নিজের করে নিয়েছিলেন।

এদিনের আরেকটি মাইলফলক স্পর্শ করেছে রিয়াল মাদ্রিদ দলটি। মার্শেইকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ইতিহাসে প্রথম ক্লাব হিসেবে ২০০তম জয় তুলে নিয়েছে তারা। ম্যাচে রিয়ালের পক্ষে দুইটি গোলই এসেছে পেনাল্টি থেকে, করেন কিলিয়ান এমবাপ্পে।

টি-টোয়েন্টির শীর্ষ বোলার এখন বরুণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের রহস্যস্পিনার বরুণ চক্রবর্তী এখন বিশ্বের এক নম্বর টি-টোয়েন্টি বোলার। আইসিসি-র সদ্য প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথমবারের মতো শীর্ষস্থানে উঠে এসেছেন ৩৪ বছর বয়সী এই স্পিনার। ভারতের ইতিহাসে বরুণ হলেন মাত্র তৃতীয় বোলার, যিনি আইসিসির টি-টোয়েন্টি বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠলেন। এর আগে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন জাসপ্রিত বুমরাহ এবং রবি বিষ্ণোই।

সাম্প্রতিক ম্যাচগুলোতে তার ধারাবাহিক পারফরম্যান্সই এই সাফল্য এনে দিয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ৪ রান দিয়ে ১ উইকেট এবং পাকিস্তানের বিপক্ষে ২৪ রান খরচে ১ উইকেট নেওয়ার পর র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন ধাপ এগিয়ে শীর্ষস্থান দখল করেন বরুণ।

এর আগে ফেব্রুয়ারিতে বরুণ দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছিলেন, যা ছিল তার ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ অবস্থান। তবে এবার তিনি নিউজিল্যান্ডের জ্যাকব ডাফিকে পেছনে ফেলে এক নম্বর স্থান দখল করেছেন। মার্চ থেকে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছিলেন ডাফি। আইসিসি এক বিবৃতিতে জানায়,'২০২৫ সালে ধারাবাহিকভাবে দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ বরুণ চক্রবর্তীকে এক নম্বর টি-টোয়েন্টি বোলারের মর্যাদা দেওয়া হলো।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR